পরলোকে যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

জন্ম : মার্চ ১৮৮৩ মৃত্যু : ৩১শে মে, ১৯৬৪

বাংলার খ্যাতনামা সাহিত্যিক 'শিশুভারতী'র স্রষ্টা বিখ্যাত ঐতিহাসিক যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় ১৭ই জ্যৈষ্ঠ (৩১শে মে) রবিবার বেলা ১টায় তাঁহার কন্যার বাসভবনে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৮২ বৎসর হইয়াছিল। তিনি 'বিক্রমপুরের ইতিহাস' লিখিয়া সর্বপ্রথম সাহিত্য-জগতে স্বীকৃতি লাভ করেন। ইহা ছাড়া বাংলার অন্যতম শিশুসাহিত্যিক হিসাবেও তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব সর্বজন-স্বীকৃত। মৃত্যুকালে তিনি ৩ পুত্র, ৬ কন্যা ও বহু আত্মীয়স্বজন রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি 'শিশুসাথী'র একজন নিয়মিত লেখক ছিলেন। গত মাসের শিশুসাথীতেও তাঁহার লেখা প্রকাশিত হইয়াছে।

সাহিত্য-সাধক যোগেন্দ্রনাথ

॥ শ্রীসুধাংশু গুপ্ত ॥

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন ঃ

…সেই ছেলেদের চোখের চাওয়া
নিয়েছি মোর দু'চোখ পুরে,
আমার বীণায় সুর সেধেছি
ওদের কচি গলার সুরে।

যোগেন্দ্রনাথ আর নেই। ছোটদের বন্ধু, অতি আপনার সেই দরদী সাহিত্যিক—যিনি ওদের চোখের চাওয়া নিজের দু'চোখ পুরে নিয়েছিলেন, কচি গলার সুরে নিজের বীণায় সুর বেঁধেছিলেন, তিনি গত ৩১শে মে পরলোকগমন করেছেন।

যোগেন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেছিলেন ঢাকা জেলার (অধুনা পাকিস্তান) বিক্রমপুর পরগণার একটি সমৃদ্ধ পল্লী মূলচর গ্রামে ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে মার্চ। তাঁর বাবার নাম ছিল মহেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত, মাতা মোক্ষদাসুন্দরী দেবী। দু'জনেই ছিলেন সাহিত্যামোদী এবং পুত্রের সাহিত্য-সেবার উৎসাহদাতা। যোগেন্দ্রনাথ প্রথমে পাঠশালায় এবং পরে টোলে ভর্তি হন। সেখানে দু'জন বিদ্যালঙ্কারের কাছে 'কলাপ' ব্যাকরণ শিক্ষালাভ করেন। ব্যাকরণ পাঠ ওঁর কাছে বিশেষ ভাল লাগে নি। যোগেন্দ্রনাথকে কালীশচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার মহাশয় অতি স্নেহের চোখে দেখতেন।

সরস্বতী পূজোর দিনটি টোলের ছাত্রদের ছিলো পরম আনন্দের দিন। ছাত্ররা নিজেরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে অভিভাবকদের নেমন্তন্ন করে আসতেন। তাঁরাও ছেলেদের ডাকে ছুটে আসতেন টোলে। [illegible]ড়ি, মিষ্টান্ন, দধি, ক্ষীর ও বিবিধ ব্যঞ্জন দিয়ে তাঁদের তৃপ্তি সাধন করা হতো।

সরস্বতী পূজো করতেন স্বয়ং বিদ্যালঙ্কার মশায়। তাঁর গরদের কাপড়-চাদরে ও উদাত্ত কণ্ঠের বিশুদ্ধ উচ্চারণে গোটা টোলটি মুখরিত হয়ে উঠতো। যোগেন্দ্রনাথ ও অন্যান্য ছাত্র সকালবেলা স্নানান্তে শুচিশুভ্র হয়ে অঞ্জলি প্রদান করতো।

ছেলেবয়সে দুষ্টুমিতে যোগেন্দ্রনাথ কম ছিলেন না। পাড়ার অন্য বাড়ি হতে কাঁচা আম, কলা ও কলপাকুড় না বলে নিয়ে এসে বাগানে বসে খেতেন। কালবৈশাখীর ঝড়ো হাওয়ায় গাঁয়ের [illegible] নদীর বুকে ঢেউয়ের দাপাদাপি আর গাছপালার দুলুনির সময়ে তাঁকে দেখা যেতো আম কুড়োতে।

যোগেন্দ্রনাথ অতি অল্প বয়সে সাহিত্য-সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করেন। তিনি সে-সময়ে ছোট ছোট কবিতা লিখে নানা মাসিকে পাঠিয়ে দিতেন এবং যথাসময়ে সেগুলো প্রকাশিত হতো।

প্রবন্ধ, কবিতা, নাটক, গান রচনায় তিনি ছিলেন সমান পারদর্শী। 'বিক্রমপুরের ইতিহাস' তাঁর তরুণ বয়সের রচনা। এই ইতিহাস বইটি প্রণয়ন করবার জন্য তিনি বিপুল পরিশ্রম করেছিলেন। আহার-নিদ্রা ভুলে গিয়ে কাঁধে ক্যামেরা ঝুলিয়ে তিনি বেরিয়ে পড়তেন ভগ্ন মূর্তি বিগ্রহ ইত্যাদির ছবি তুলতে গ্রামান্তরে। বর্ষার দিনে নৌকোয় যেতে হতো। হয়তো নদীর বুকে ঝড় উঠেছে—যোগেন্দ্রনাথের সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই—মাঝি ভাইদের সঙ্গে তাদের সুখদুঃখ গেরস্থালির কথা বলে চলেছেন। স্বদেশী আন্দোলনে যখন সমগ্র দেশ মেতে উঠেছিলো তখন তিনি 'মায়ের পূজা' নাম দিয়ে একটি স্বদেশী গানের বই প্রকাশ করেছিলেন।

তাঁর একটি গান—'কে দিবিরে প্রাণ' সুদূর গ্রামাঞ্চলে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলো। সে গানের কয়টি পংক্তি এইরূপ :

"দেশের লাগি সর্বত্যাগী কে বিলাবি প্রাণ,
সে আয়রে ছুটে মায়ের ডাকে নিশি অবসান !
দেখরে চেয়ে হাসে ঊষা শিরে শোভে কনকভূষা,
গাহে পাখী গান, তোরা কে দিবিরে প্রাণ,
কে দিবিরে দান।"

সে-সময়ে পূজোর সময় কুন্তলীন তেলের কর্তৃপক্ষ শারদীয়ায় একটি বার্ষিকী বার করতেন: যোগেন্দ্রনাথ তাতে একটি গল্প লিখে পুরস্কার পেয়েছিলেন।

বালক-বালিকাদের উপযোগী বই লিখতে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। ধ্রুব, প্রহ্লাদ, অর্জুন, ভীমসেন ইত্যাদি বইগুলো তাঁর প্রথম বয়সের রচনা। যোগেন্দ্রনাথ অধুনালুপ্ত 'খোকাখুকু' নামক ছোটদের মাসিক পত্রে অনেক কবিতা, গল্প, নাটক ইত্যাদি লিখেছেন। 'শিশুসাথী'র জন্ম হতে তিনি ছিলেন নিয়মিত লেখক। ঐতিহাসিক গল্প সরস করে, ইতিহাসের সন তারিখ বাদ দিয়ে মিষ্টি ভাষায় যোগেন্দ্রনাথই পরিবেশন করেছিলেন, পরে যদিও অন্যান্য সাহিত্যিক তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন।

ডাকাতের গল্পকে এমন মধুর করে তিনি ছোটদের কাছে উপস্থিত করেছিলেন যে মনে হতো সেই ঝাঁকড়া-চুল ডাকাতের দল যেন তাদের কাছে হা-রে-রে হা-রে-রে করে হাজির! ডাকাতদের মধ্যে যে কোমল হৃদয় রয়েছে, তাদেরও দয়া মায়া স্নেহ ভালবাসা আছে, অনেকগুলো গল্পে তার পরিচয় পাওয়া যায়।

তিনি কিছুদিন ঢাকা জগন্নাথ কলেজে বাংলা ভাষার অধ্যাপনা করেছিলেন; পরীক্ষার প্রশ্নপত্র রচয়িতা ও পরীক্ষক হয়েছিলেন। মধ্যবয়সে দশ খণ্ডে সম্পূর্ণ 'শিশুভারতী'—ছোটদের এনসাইক্লোপিডিয়া—সম্পাদনা তাঁর বাংলা সাহিত্যে অবিস্মরণীয় দান। এই সিরিজটি সম্পাদনা করতে তাঁকে অমানুষিক অধ্যবসায় ও পরিশ্রম করতে হয়েছিল। বিষয়বস্তু নির্বাচন থেকে আরম্ভ করে

সব কিছুই একক ভাবে করেছেন। ছোটদের জন্য তিনি অসংখ্য বই লিখেছেন; তন্মধ্যে যারা ছিল দিগ্বিজয়ী, মরণ-বিজয়ী বীর, বাংলার ডাকাত (২ খণ্ড), বিদ্রোহী বালক, মহিম ডাকাত, রূপকথার দেশে ইত্যাদি বিশেষ প্রসিদ্ধ। বড়দের জন্য প্রৌঢ় বয়সে রচনা করে গেছেন মহাপুরুষ বিজয়কৃষ্ণ, সাধক রামপ্রসাদ, সাধক কমলাকান্ত। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে তাঁর লেখা 'মহাকবি গিরিশচন্দ্র' বইটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয়েছে। শিশুভারতী সংযোজনী খণ্ড তিনি সম্পাদনা করে গেছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে গিরিশ লেকচারার এবং লীলা পুরস্কারে সম্মানিত করেন।

শিশু-সাহিত্য পরিষদ থেকে তিনি ভুবনেশ্বরী পদক পান এবং মৌচাক পুরস্কারও লাভ করেন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস থেকেও তিনি সংবর্ধিত হন।

মানুষ হিসেবে যোগেন্দ্রনাথ ছিলেন অত্যন্ত নিরভিমানী, সদালাপী, উদার ও বন্ধুবৎসল। সাহিত্যিকদের প্রতি ছিলো তাঁর সুগভীর ভালবাসা। যোগেন্দ্রনাথ যদিও লোকান্তরিত হয়েছেন, তথাপি তাঁর অমর গ্রন্থসৃষ্টির মধ্য দিয়ে ছোটদের মনের গহনে চিরদিন বিরাজ করবেন।